সাত-সমুদ্র : ভাষাবিদ ও মনীষী ড. মুহম্মদ শহীদুল-াহ

উপমহাদেশের প্রখ্যাত মনীষী, ভাষাবিজ্ঞানী ও গবেষক ড. মুহম্মদ শহীদুল-াহর আজ ৩৪তম মৃত্যু দিন। ১৮৮৫ সালের ১০ জুলাই তিনি পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশপরগনার পেয়ারায় জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব-কৈশোর এবং যৌবনের উলে-খযোগ্য সময় তিনি কলকাতায় অতিবাহিত করেন। পড়ালেখাও করেছেন এখানেই। ১৯০৬ সালে তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফএ পাস করেন। ১৯০৯-১৯১০ সালে কলকাতা সিটি কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং সংস্কৃতিতে অনার্সসহ বিএ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯১২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এমএ পাস করেন। এরপর ১৯১৪ সালে বিএন ডিগ্রি নেন। ১৯২৬-১৯২৮ সাল পর্যন্ত প্যারিসের সরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈদিক ভাষা, প্রাচীন পার্সি, তিব্বতিসহ বিভিন্ন আধুনিক ভারতীয় ভাষায় অধ্যয়ন ও পিএইজডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

ড. মুহম্মদ শহীদুল-াহকে ভাষাবিদ বলা হয়। শিক্ষকতা দিয়ে পেশাগত জীবন শুরু করেন তিনি। ছাত্রাবস্থায় যশোর জেলা স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন ১৯০৮ থেকে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত। এমএ ডিগ্রি লাভের পর ১৯১৫ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৯১৫ সালে পশ্চিমবঙ্গে ফিরে গিয়ে চব্বিশপরগনা জেলার বশিরহাটে আইন ব্যবসা শুরু করেন। ১৯১৯ সাল পর্যন্ত ওই পেশায় নিয়োজিত ছিলেন তিনি।

ড. মুহম্মদ শহীদুল-াহ ১৯২১ সালের ২ জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। এছাড়া খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৩৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগ পৃথক হলে বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ও রিডার হিসেবে দায়িত্ব নেন। এছাড়া ১৯৫৫ সালের ১ ডিসেম্বর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন এবং ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর অবসর নেন। ১৯৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ইমেরিটাস প্রফেসর পদ লাভ করেন।

ড. মুহম্মদ শহীদুল-াহর উলে-খযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে, ভাষা ও সাহিত্য', 'বাংলা ব্যাকরণ', 'বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত,' অনুবাদগ্রন্থ 'রুবাইয়াত-ই ওমর খৈয়াম', 'অমর কাব্য', সংকলন ও সম্পাদনা গ্রন্থ 'পদ্মাবতী', 'প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে শেষ নবী', 'দুখণ্ডে প্রকাশিত আঞ্চলিক ভাষার অভিধান', গল্পগ্রন্থ 'রকমারি' প্রভৃতি।

ড. মুহম্মদ শহীদুল-াহ পাকিস্তান সরকারের রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রাইড অব পারফরম্যান্স, ১৯৬৭ সালে ফরাসি সরকার কর্তৃক নাইট অব দ্য অর্ডারস অব আর্টস এন্ড লেটার পদক লাভ করেন। তিনি আদমজী, দাউদ প্রভৃতি সাহিত্য পুরস্কার কমিটির স্থায়ী সভাপতির দায়িত্বও পালন করেন।

উপমহাদেশের এই মনীষী ১৯৬৯ সালের ১৩ জুলাই ৮৪ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

গ্রন্থনা: কৃষ্ণা দত্ত

http://www.alkerkagoj.com/